মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ

মনোসেক্স কী ?

তেলাপিয়াকে বিশেষ ধরনের হরমোন খাদ্যর সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়, যার ফলে অল্প কিছুদিনের জন্য মাছগুলি বন্ধ্যা হয়ে যায় বা ডিম দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। হরমোন দুটির নাম ১৭ আল্ফা মিথাইল টেসটোসটেরন অথবা আল্ফা ৭২।

মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষের সময়ঃ

ফাল্গুন থেকে কার্ত্তিক মাস পর্যন্ত এই চাষ ভালোভাবে করা যায়।

পুকুর তৈরীঃ

বিঘা প্রতি গোবর ১২০০ কেজি, ফসফেট ৪৮ কেজি, চুন ৩৬ কেজি এবং সর্ষের খোল বা মহুয়ার খোল চাষির সাধ্যমত দিলে হবে না দিলেও ক্ষতি নেই। পুকুর তৈরির সময় যে কোনো খোল ব্যবহার করলে জলে জুপ্লাংটন ও ফাইটোপ্লাংটন ভালো জন্মায়। প্রথমে পুকুর তৈরি করতে হবে, একইদিনে সবকিছু পুকুরে দিতে হবে। প্রথমে পুকুরে জলের পরিমান হবে দেড় ফুট থেকে দুই ফুটের মধ্য। ৮ দিন পর থেকে পুকুরে হোড়া টানতে হবে দিনে ১ বার করে ১৩ দিন পর্যন্ত।

হোড়া কী ?

২ ফুট সাইজের ডালপালা সহ ১৫ থেকে ২০ টি কঞ্চির টুকরো সহ ৩ টি আস্ত ইট এক সঙ্গে করে একটা বোঝা তৈরি করা হয়। ঐ বোঝার দুই মাথায় লম্বা ২ টি দড়ি বাধা হয়। চাষের জমিতে যেমন মই দেওয়া হয় তেমন ভাবে পুকুরে হোড়া টানা হয়। এর ফলে পুকুরে দেওয়া সব কিছু সমান ভাবে মিশ্রিত হয় এবং পুকুরে দেওয়া সমস্ত জায়গায় জুপ্লাংটন ও ফাইটোপ্লাংটন সমান ভাবে জন্মায়। পুকুরে তলদেশে সমস্ত দূষিত গ্যাস কম হয়। এবং উচ্ছিষ্ট আগাছা তুলে নিতে সুবিধা হয়।

পুকুরে জলের পরিমানঃ

প্রথম অবস্থায় ৩ ফুট জল থাকলে পুকুরের ৪ কোনায় ১ হাটু জলে ভাসতে হবে। দ্বিতীয় অবস্থায় ৫ থেকে ৬ ফুট জলের প্রয়োজন।

আলোক জালঃ

৪ টি টিউব বা ২ ফুট সাইজের ৪ টি কলার ভেলা পুকুরের ৪ কোনায় ১ হাটু জলে ভাসাতে হবে।

ভেলা যাতে ভেসে ধারে না আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে, ভেলার মাঝখানে ১০০ গ্রাম করে কেরোসিন দিতে হবে, কম পাওয়ারের আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক কম খরচে পুকুরের জলে পোকা মারা সম্ভব হবে।

বাচ্চা ছাড়ার নিয়ম ও পরিমানঃ

১ বিঘা জলাশয়ে ৭০০০ বাচ্চা ছাড়তে হবে। বাচ্চা ছাড়ার আগে ১ হাটু জলের গভিরতা থেকে ২০ ফুট লম্বা ভালো নেট খাটাতে হবে। নেটের গোড়া ভালো করে মাটিতে পুতে দিতে হবে, নেটজাল ফুটো বা ফাটা যেন না থাকে। বাচ্চা যে পাত্রে ঢালা হবে সেটি ১০-১৫ মিনিট পুকুরের জলে রেখে দিতে হবে। এরপর ঐ পাত্রে পুকুরের জল অল্প অল্প করে দিতে হবে। বাচ্চা গুলিকে নেটজাল দিয়ে ঘেরার মধ্য ছাড়তে হবে। বাচ্চা ছাড়ার ৩০ মিনিট পর পাউডার খাদ্য দিতে হবে ৫০ গ্রাম। এই ভাবে দিনে ৪ বার করে পাউডার খাদ্য দিতে হবে ২ থেকে ৩ দিন। যদি বাচ্চা খুব ছোটো থাকে আরো কয়েকদিন ঐ খাদ্য দিতে হবে ৪ বার করে ১ সপ্তাহ। ১ এম এম খাদ্য ১ সপ্তাহ দিতে হবে দিনে ৪ বার করে। ১.৩ খাদ্য দিতে হবে ১ সপ্তাহ, ১.৬ খাদ্য দিতে হবে ১ সপ্তাহ, ১.৮ খাদ্য দিতে হবে ১ সপ্তাহ, ২ এম এম খাদ্য ১ সপ্তাহ দিনে ৪ বার করে দিতে হবে। যখন মাছের দৈনিক ওজন ২৫% মাছ ১০০ গ্রাম বাকি মাছ গুলির দৈনিক ওজন ৫০ গ্রাম, ২৫ গ্রাম বা তারও কম থাকবে তখন ২ এম এম + ২.৫ এম এম খাদ্য মিশিয়ে খাওয়াতে হবে দিনে ৩ বার করে। ৮০% মাছের গড় ওজন ১০০ গ্রামে আসলে দিনে ২ বার করে খাদ্য দিতে হবে। মাছের মুখের গঠন অনুসারে খাদ্যর মাপ নির্ভর করে। বডি ওয়েটের ৫% খাবার প্রতিদিন দিতে হবে।

জাল দেওয়াঃ

মাসে একবার জাল দিয়ে মাছের দৈনিক ওজন মেপে নিতে হবে। মাছের খিদে বৃদ্ধি করার জন্য ৩০ টি পাতি লেবু, ৫০০ গ্রাম বীট নুন, ৫০ লিটার জলে গুলে পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হবে মাসে ২ বার করে।

উৎপাদনঃ

তিন মাসে ১ বিঘা জলাশয় থেকে ৪৫০ কেজি মাছ উৎপাদন করা যায়।

পরিচালনায় ঃ

জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

গ্রাম ঃ- জয়গোপালপুর, পোঃ- জে.এন.হাট

বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩ ৩১২

ফোন ঃ-

সহযোগিতায় ঃ

আই.জি.এফ ডেনমার্ক

এস.ইউ.জি ডেনমার্ক